



৪৫-সূরা আল্ জাসিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৮ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হু মীম্ ।

حَمْدٌ ②

৩। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রভাময় আল্লাহর পক্ষ হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ③

৪। নিশ্চয় আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে মো'মেনগণের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে ।

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ④

৫। এইরূপে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে এবং পৃথিবীতে তিনি যে সকল জীব-জন্তু বিস্তার করেন উহাদের মধ্যেও ঐ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে, যাহারা দৃঢ়-বিশ্বাস করে ।

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑤

৬। এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ হইতে আল্লাহ্‌ যে রিয়ক নাযেল করেন যদ্বারা তিনি যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, ইহার মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের প্রবাহে বুদ্ধিসম্পন্ন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑥

৭। এইগুলি আল্লাহর নিদর্শন, যাহা আমরা যথার্থভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি । অতএব তাহারা আল্লাহর ও তাহার নিদর্শনাবলীর (অস্বীকার করার) পরে কোন কথার উপর ঈমান আনিবে ?

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قُبَاًبَىٰ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ⑦

৮। প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ —

وَنُزُلٍ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ⑧

৯। যে আল্লাহর আয়াতসমূহ, যাহা তাহার সম্মুখে আরতি করা হয়, শ্রবণ করে, অতঃপর সে অহংকার ভরে হঠকারিতা করে যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই । সুতরাং তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও ।

يَسْمَعُ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُعَصِّرُ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑨

১০। এবং যখন সে আমাদের আয়াতসমূহের মধ্য হইতে কিছু জানিতে পায় তখন সে উহাকে হাসি-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ

লয়। এই প্রকারের লোকদের জন্য লাহ্‌নাজনক আযাব নির্ধারিত আছে।

১১। তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে জাহান্নাম; এবং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না, এবং আল্লাহ্‌ বাতিরেকে যাহাদিগকে তাহারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও (কোন উপকারে আসিবে না)। এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব (নির্ধারিত) আছে।

১২। ইহা হইতেছে (সত্যিকার) হেদায়াত। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জঘনাতম আযাবের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৩। আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তাহার আদেশে উহাতে নৌযানগুলি চলাচল করিতে পারে এবং যেন (উহার দ্বারা) তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুমণ করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

১৪। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সব কিছুই তিনি তাহার পক্ষ হইতে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

১৫। তুমি তাহাদিগকে বল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন সেই সকল লোককে ক্ষমা করে যাহারা তাহাদিগকে কষ্ট দেয় এবং আল্লাহ্‌র দিনগুলির কোন তোয়াক্কা করে না যেন তিনি এই জাতিকে উহার প্রতিফল দান করেন যাহা তাহারা অর্জন করিয়া আসিতেছে।

১৬। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, উহার কল্যাণ তাহারই নিজের জন্য হইবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে উহার ক্ষতি তাহারই নিজের উপর বর্তিবে। অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে (সমসাময়িক) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑩

مِنْ دَرَاهِمِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا
شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑪

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ⑫

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ فِي شُكْرِهِمْ ⑬

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَهُوَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑭

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ آثَامَ اللَّهِ
لِيُجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑮

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلِنَفْسِهِ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ⑯

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ النَّبَاتِ وَقَطَّلْنَاهُمْ عَلَى النَّبَاتِ ⑰

১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের নিকট (প্রকৃত) জ্ঞান (কুরআন) আসিবার পরই তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিদ্রোহবশতঃ মতভেদ করিল। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিয়া আসিতেছিল নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উহার সম্বন্ধে কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন।

১৯। অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়াতের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর এবং ঐ সকল লোকের কুপ্রভুতির অনুসরণ করিও না, তাহাদের কোন জ্ঞান নাই।

২০। নিশ্চয় তাহারা আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার কোন উপকারে আসিবে না। এবং নিশ্চয় যালেমগণ একে অপরের বন্ধু, কিন্তু আল্লাহ্ মুতাকীপনের বন্ধু।

২১। ইহা (কুরআন) মানবজাতির জন্য জ্ঞোতির্ময় দলীল-প্রমাণ এবং দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপনকারী জ্ঞাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত।

২২। তাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদিগকে উহাদের সমতুল্য করিয়া দিব তাহারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে তাহাদের ফলে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের মরণ সমান হইয়া যাইবে? তাহারা কত মন্দ বিচার করিতেছে!

২৩। এবং আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সনাতন নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় যাহা সে অর্জন করে, বশতঃ তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

২৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের হীন প্রভুকে মা'বদ বানাইয়া লইয়াছে, অথচ আল্লাহ্ তাহাকে (তাহার) জ্ঞানানুযায়ী পঞ্চদ্রষ্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণের ও হৃদয়ের উপর মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্র (এইরূপ ফয়সালা) পর কে তাহাকে হেদায়াত দিবে? তোমরা কি তথ্যপি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

২৫। এবং তাহারা বলে, "আমাদের এই পার্থিব জীবন ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, (এমনইভাবে) আমরা মরি এবং

وَأَنبَهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْحُكْمُ بِغِيَائِهِمْ أَن رَّبَّهُمْ يَقُوْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

إِنَّهُمْ لَن يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِنَفْسِهِمْ لَوَ كِبَاءُ وَبَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢١﴾

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا تَنْهَكُم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٣﴾

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غَشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

বাঁচি, এবং একমাত্র কালই (এর প্রভাবই) আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল আনুমানিক কথা বলিতেছে।

২৬। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আরুতি করা হয়, তখন তাহাদের ওধু এই কথা ছাড়া আর কোন যুক্তি প্রমাণ থাকে না যে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও উপস্থিত কর।'।

২৭। তুমি বল, 'আল্লাহই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদিগকে সমবেত করিতে থাকিবেন, যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।'।

২৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহর জন্য, এবং যেদিন সেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাবাদীগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২৯। এবং তুমি প্রত্যেকটি জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকটি জাতিতে তাহার নিজ নিজ কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'আজ তোমাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

৩০। এই আমাদের কিতাব, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সত্য কথা বলিতেছে, তোমরা যাহা কিছু করিতে আমরা নিশ্চয় উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম।'।

৩১। সূতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক তাহার রহমতের ছায়াতলে প্রবিষ্ট করিবেন। ইহাই সুস্পষ্ট সফলতা।

৩২। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তবে কি তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ আরুতি করা হইত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করিতে; বস্তুতঃ তোমরা অপরাধী জাতি ছিলে।'।

৩৩। এবং যখন বলা হইত, 'নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতও (সত্য), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; তখন তোমরা বলিতে, 'আমরা জানি না কিয়ামত কি, আমরা মনে করি ইহা

وَمَا يَهْدِيكُمَا إِلَّا اللَّهُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ⑤

وَإِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ أَنبَاءُ بَيْنَتْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا بِآيَاتِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْجِلُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِسْمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑦

وَلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَخْسِرُ الْبَاطِلُونَ ⑧

وَوَرَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ جَائِزَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑨

هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ أَنْتُمْ تَنْتَبِهُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑩

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْبَينُ ⑪

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ أَتَيْنَاكَ عَلَيْهِمْ قِسْمًا تَشَكَّرُونَ ⑫

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ لَكُنْ إِلَّا ظَنًّا

একটি ধারণা বাতীত কিছুই নহে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি না।'

وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ۝

৩৪। এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে উহার অনিষ্টতা তাহাদের উপর প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া নাইবে।

وَبَلَاءُ لَهُمْ سَيَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

৩৫। এবং (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'আজ আমরা তোমাদিগকে এইরূপেই ভুলিয়া যাইব যেরূপে তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং আশ্রয় তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে এবং কেহ তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না;

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِكُم مَّا تَبَيَّنَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَا أَوَّلُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ مُّصْرِعِينَ ۝

৩৬। ইহা এইজন্য হইবে যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শন-সমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ তাহাদিগকে আঘাত হইতে বাহির করা হইবে না এবং (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা ও ওজর কবুল করা হইবে না।

ذَٰلِكُمْ بِأَنكُمُ اخْتَدْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُرُوءًا وَعَمَرْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْبَدُونَ ۝

৩৭। অতএব সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক, এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝

৩৮। এবং আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাহারই এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

وَلَهُ الْكِبَرِيَّاتُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝